৩য় পাঠ

এক মহান নাগরিকত্ব

"স্বর্গস্থ"

মথি ৬ঃ৯ পদ

আমরা প্রার্থনা ও উপাসনার কথা বলছি, সুতরাং স্বর্গের কথা কেন? হ্যাঁ, এর একটা উপযুক্ত কারণ আছে। ঠিকভাবে প্রার্থনা করতে হলে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে আমরা কারা বা আমরা কোন জায়গার লোক। আমরা যাঁর কাছে প্রার্থনা করছি তাঁর সঙ্গে আমাদের সঠিক সম্পর্ক থাকতে হবে। যে সব বিষয়ে আমরা দুজনেই (ঈশ্বর+আমি) আগ্রহী সেই সব বিষয় নিয়েই আমাদের কথাবার্তা বলতে হবে। ধরুন কোন একজন লোক কৃষি কাজের কিছুই জানে না, তার পক্ষে এমন একজন লোকের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাওয়া কঠিন, যে শুধু কৃষি কাজের কথাই বলে। শাস্ত্রে বলা আছে যে, যারা স্বর্গের কথা বলে তাদের সকলেই স্বর্গে যাবে এমন নয়। কথাটি যেমন ঠিক; তেমন ঠিক যে, যে লোক কখনো স্বর্গের বিষয় নিয়ে চিন্তা বা প্রার্থনা করে না সে-ও হয়তো স্বর্গে যাবে না।

স্বর্গ যদি কেবল আমাদের মনগড়া একটা সুন্দর জায়গা হয় ও তার যদি কোন বাস্তবতা না থাকে, তাহলে ঐ বিষয়ে প্রার্থনা করে কোনই উপকার হবে না। আপনি চিন্তা করে কোন কিছুকে সত্য বানাতে পারেন না। সেটা হয় আছে, না হয় নেই। স্বর্গ একটা সত্যিকার স্থান। আর যারা ঈশ্বরের সন্তান তারা সেখানে যাবে। তাহলে, স্বর্গের বিষয়ে কি আমাদের প্রার্থনা করা উচিত না?

পাঠের খসড়া

আমাদের হৃদয় এবং আমাদের বাড়ী
স্বর্গের নাগরিকত্ব
বিদেশী ও পথিক
ভবিষ্যতের আশা
স্বর্গ মনগড়া কাল্পনিক বিষয় নয়
মৃত্যু বিশ্বাসের ব্যর্থতা নয়
বর্তমান জগতের জন্য প্রার্থনা
এই জগতের জন্য খুব কম চিন্তা করা
এই জগতের জন্য খুব বেশী চিন্তা করা

... ...

পাঠের লক্ষ্য

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি—

* এই প্রার্থনা করতে পারবেন যেন সত্যি সত্যিই স্বর্গীয় বিষয়গুলিকে ভালবাসতে পারেন, আর আপনার এই পৃথিবীর জীবন যেন একজন "পথিকের মত হয়।
* বলতে পারবেন, মৃত্যু সম্পর্কে কোন লোকের মনোভাব কিভাবে তার প্রার্থনাকে প্রভাবিত করে।

* একজন স্বর্গের নাগরিককে, তার কাজ ও জগতের প্রতি তার মনোভাবের দ্বারা, চিনতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ

১) ২ করিন্থীয় ৪ঃ১৬-১৮ পদ, এবং ২ করিন্থীয় ৫ঃ১—৫ পদ পড়ুন। এই পদগুলির মানে আপনার নিজের কথায় লিখুন।

২) কিছুদিন আগে মারা গিয়েছে এমন একজন লোকের কথা ভাবুন এবং তার অপরিত্রান প্রাপ্ত আত্মীয় স্বজন যাদের কোন আশা নেই এবং যারা দুঃখে কাতর তাদের জন্য প্রার্থনা করুন।

৩) পাঠের বিস্তারিত বিবরণের এক একটি করে অংশ অধ্যয়ন করুন। এর মধ্যে যে প্রশ্ন আছে সেগুলির উত্তর দিন। পাঠ শেষ করবার পর বইয়ের শেষে দেওয়া পরীক্ষা দিন। বইয়ে দেওয়া উত্তরের সংগে আপনার উত্তরগুলি মিলিয়ে দেখুন। কোন্ উত্তর ভুল সে বিষয়ে আবার দেখুন।

৪) নিজের ঘর বাড়ি আত্মিয় প্রিয়জনদের দিকে তাকিয়ে মনকে জিজ্ঞাসা করুন, 'কোন প্রকার দুঃখ না করে আমি কি এই সব ছেড়ে যেতে পারি? "আপনার উত্তর যদি 'নাবাচক' হয়, তবে প্রার্থনা করুন যেন ঈশ্বর আপনার কাছে অদৃশ্য ও অনন্তকাল স্থায়ী বিষয়গুলি প্রকাশ করেন ও সেগুলির গুরুত্ব বুঝতে দেন।

... ...

মূল শব্দাবলী

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ

আমাদের হৃদয় এবং আমাদের বাড়ী

লক্ষ্য ১ঃ এই পৃথিবীতে থাকাকালে যে বিষয়গুলি একজন (স্বর্গে) নাগরিককে সত্যিকার স্বর্গের নাগরিক বলে চিনিয়ে দেয় সেগুলি বর্ণনা করা।

স্বর্গ যদি আমাদের বাড়ী হয়, আমাদের ধন-সম্পত্তি যদি স্বর্গে থাকে, কেবল তাহলেই ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা ও উপাসনা গ্রাহ্য করতে পারেন। বিশ্বাসী বিশ্বাস করে যে, এই পৃথিবীর জীবন শেষ হলে সে স্বর্গে গিয়ে ঈশ্বরের সংগে বাস করবে। একজন অবিশ্বাসীর ক্ষেত্রে এই কথাগুলি খাটে না, আর এই বিষয়গুলির দ্বারাই আমরা একজন বিশ্বাসীকে, অবিশ্বাসী লোকদের থেকে আলাদা করে চিনতে পারি। বিশ্বাসী প্রার্থনা করে, কিন্তু অবিশ্বাসী তা করে না।

১) প্রতিটি সত্য উক্তি চিহ্নিত করুন।

ক) অবিশ্বাসীর ধন স্বর্গে।

খ) বিশ্বাসীর বাড়ী স্বর্গে।

গ) খ্রীষ্টিয়ানরা জগতের অন্য লোকদের থেকে পৃথক।

যাকোব এবং এষৌর সম্বন্ধে বাইবেলে যা বলা হয়েছে তা কি আপনার মনে আছে? তাদের মধ্যে একজনের চোখ ছিল ভবিষ্যতের অদৃশ্য বা আত্মিক জিনিষের দিকে, আর একজন চেয়েছিল দৃশ্য ধন সম্পত্তি ও জাগতিক ভোগ বিলাস।

ঈশ্বর তাদের বিষয়ে কি বলেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন, "যকোবকে আমি ভালবেসেছি, কিন্তু এষৌকে অগ্রাহ্য করেছি (রোমীয় ৯ঃ১৩)। ধন-সম্পত্তি কোন্ জায়গায় রাখা হয়, এর উপরই ঈশ্বরের সন্তান ও দিয়াবলের সন্তানদের পার্থক্য জানা যায়।

... ...

"কারণ তোমার ধন যেখানে থাকবে তোমার মনও সেখানে থাকবে (মথি ৬ঃ২১)।

যে বিষয়গুলি নিজেদের কাছে সব চেয়ে বেশী দরকারী সেই বিষয়গুলি নিয়েই লোকেরা প্রার্থনা করে। আদি খ্রীষ্টয়ানরা গরীব ছিল,

কিন্তু তারা অসুখী ছিল না। তারা কষ্ট ভোগ করতো, কিন্তু অভিযোগ করতো না। তাদের কাছে স্বর্গ ছিল খুবই সত্য। স্বর্গ ছিল তাদের পিতার বাড়ি বা থাকবার জায়গা। তারা স্বর্গকে তাদের আপন বাড়ী মনে করত। তারা এই জগতের বিষয় ভাবতো না। তারা প্রার্থনা করতো শক্তির জন্য, ধৈর্য্যের জন্য, বিশ্বস্ততার জন্য, এবং শত্রুকে ক্ষমা করবার মত ভালবাসার জন্য। অত্যাচার এবং বিপদ থেকে মুক্তি পেলে তারা আনন্দ করতো। মুক্তি না পেলে কোন ভয় না করে মৃত্যুর মুখে দাঁড়াতো। অত্যাচারীরা তাদের দেহের ক্ষতি করতে পারতো, কিন্তু তারা তাদের আত্মার কোনই ক্ষতি করতে পারতো না। খ্রীষ্টিয়ানরা জানতো যে মৃত্যু যদি আসেই, তবে তারাতো বাড়ীতেই ফিরে যাবে। তারা তাদের পিতার বাড়ীতে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকতো।

২) দুঃখ-কষ্টের সময় আদি খ্রীষ্টিয়ানরা কিসের জন্য প্রার্থনা করতো ?

... ...

স্বর্গের নাগরিকত্ব

সাধারণতঃ একজন লোকের কথাবার্তা শুনেই আপনি বলে দিতে পারেন যে, সে কোন অঞ্চল থেকে এসেছে। আমরা কোন্ দেশের লোক, আমাদের কাজের সংগে তার অনেক যোগ আছে। একজন বিদেশীর পক্ষে একথা গোপন রাখা কঠিন যে সে একজন সত্যিকার নাগরিক নয়।

একজন স্বর্গের নাগরিককেও আপনি সহজেই চিনতে পারেন। তার কথা থেকেই জানা যাবে, সে কে। সে হয়তো এই জগতের বিষয় নিয়ে কথা বলবে। কিন্তু আপনি যদি একটু সময় অপেক্ষা করেন তাহলে দেখবেন, সে যীশু খ্রীষ্টের বিষয় নিয়ে এবং তার বাড়ী সম্বন্ধে কথা বলতে আরম্ভ করেছে। তার কথা কড়া এবং দয়ামায়া শূন্য হবে না। সে সহজে রেগে উঠে না। তার কথাগুলি হবে সত্য ও ভালবাসায় পূর্ণ।

৩) আপনি একজন স্বর্গের নাগরিককে চিনতে পারেন—
ক) সে একজন খ্রীষ্টিয়ান বলে পরিচিত, এই বিষয়টির দ্বারা।
খ) তার কথা এবং ব্যবহার দ্বারা।
গ) সে যে মণ্ডলীতে যোগদান করে, সেই মণ্ডলীর শিক্ষা দ্বারা।

আপনি একজন স্বর্গের নাগরিককে চিন্‌তে পারবেন তার প্রার্থনার দ্বারা। অবিশ্বাসীরা তাদের দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করে, কিন্তু তাদের প্রার্থনার মধ্যে কোন আশা নেই। তাদের প্রার্থনা ভয়ে পূর্ণ। স্বর্গের নাগরিকরা আনন্দের সাথে প্রার্থনা করে। তারা দেখতে না পেলেও জানে যে, যীশু জীবিত এবং তিনি তাদের প্রার্থনা শুনেন। তারা জানে যে, তিনি তাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এবং উত্তর দেবেন।

খ্রীষ্টিয় পরিবার

আপনি একজন স্বর্গের নাগরিককে তার পৃথিবীর বাড়ীর পরিবেশ দেখেও চিনতে পারেন। সেখানে আপনি ঘৃণা এবং হিংসা দেখতে পাবেন না। সে বাড়ীতে কোন খারাপ বই, বাজে ছবি, বা বাজে-পত্রিকা থাকবে না। আপনি সেখানে গান, প্রার্থনা আর উপাসনা শুনতে পাবেন। সে বাড়ী হবে শান্তিপূর্ণ ও সুখী পরিবার। একজন বিশ্বাসীর বাড়ী একটি ছোট স্বর্গের মত মধুময় হয়ে উঠতে পারে।

৪) একটা খ্রীষ্টিয়ান বাড়ীর চিহ্নগুলি কি কি?

... ...

... ...

বিদেশী ও পথিক

ঈশ্বরের সন্তানেরা এই জগতেই বাস করে, কিন্তু তারা জগতের মন্দতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। তারা জলের উপর একটা নৌকার

মত। যতক্ষণ নৌকার মধ্যে জল না যায় ততক্ষণ সব কিছুই ঠিক থাকে।

ঈশ্বরের সন্তানরা এই জগতে বিদেশী। তারা অন্য দেশের লোক। তারা এখানে বাস করেন, এখানে কাজও করেন, কিন্তু তারা এখানকার নয়। তারা অন্য কোন এক দেশের লোক। তারা এই জগতের নাগরিকদের মত চিন্তা করেন না। জগতের লোকেরা যা মূল্যবান মনে করে, তারা সেগুলি মূল্যবান মনে করেন না। তাদের প্রিয় বিষয়গুলি এই পৃথিবীর বিষয় নয়। সেগুলি স্বর্গের বিষয়।

৫) ঈশ্বরের সন্তানকে একজন পথিক বলা যায় কেন? ··· ···

··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

অব্রাহাম ঠিক এই রকম ছিলেন। তিনি একটা তাঁবুতে বাস করতেন। তিনি তার তাঁবুকে কখনোই তার বাড়ী মনে করতেন না। তিনি এক নগরের খোঁজ করতেন যে নগর ঈশ্বর নিজে তৈরী করেছেন। এই চিন্তা তার জীবনকে অন্য রকম করে ফেলেছিল এবং তার প্রার্থনাকেও বদলে দিয়েছিল। তার ধন-সম্পত্তি ছিল, কিন্তু তিনি ধন-সম্পত্তি চাননি। তার ভাইপো লোট ধন-সম্পদ চেয়েছিল ও তার ফলে সে সব কিছুই হারিয়েছিল। অব্রাহাম ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই সবচেয়ে বড় করে চেয়েছিলেন, আর ঈশ্বর ও তার প্রয়োজনীয় সব কিছুই তাকে দিয়েছিলেন। স্বর্গের নাগরিকরা সঠিক জিনিষের জন্য প্রার্থনা করে।

মোশীও এই রকম ছিলেন। কিছুকালের জন্য রাজপ্রাসাদের থেকে পাপের আনন্দ উপভোগ করবার চাইতে বরং ঈশ্বরের সন্তানদের সঙ্গে কষ্টভোগ করা মনোনীত করেছিলেন। তিনি নিজের জন্য প্রার্থনা করেন নি বা নিজের আরাম-আয়েশ চান নি। তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধন করতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বরের সন্তানেরা যে ফরৌনের হাত থেকে মুক্ত হয়েছিল এতেই ছিল তার আনন্দ। তারা আপন দেশ, সেই প্রতিশ্রুতির দেশে যাচ্ছে এতেই তিনি সুখী হয়েছিলেন। এই আশার ফলেই তিনি অক্লান্তভাবে কাজ করতে চেয়েছিলেন।

৬) মোশী এবং অব্রাহাম কিভাবে তাদের প্রার্থনায় একই রকম ছিলেন ?

... ...

সাধু পৌল নিজের পরিত্রানের জন্য তেমন প্রার্থনা করেন নি। তিনি প্রার্থনা করেছেন যেন ঈশ্বরের বাক্য লোকেরা গ্রহন করে। তিনি ঈশ্বরের বাক্য প্রচারের জন্য শক্তি প্রার্থনা করেছেন। তার হৃদয় আর তার বাড়ী ছিল স্বর্গে। পৌল বলেছেন এখানে "থাকার" চাইতে বরং "চলে যাওয়াই" তিনি পছন্দ করেন। কিন্তু তবুও তিনি থেকেছেন এবং প্রার্থনা করেছেন, কারণ এখানে অনেক কাজ করার ছিল। যারা যীশু খ্রীষ্টের সুখবর শোনেনি তাদের কাছে তা বলবার জন্য তিনি অন্যদেশে একজন বিদেশীর মত বাস করতেও ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি কিছুকালের জন্য এই পৃথিবীতে থাকতে ইচ্ছুক ছিলেন, যেন যারা তারই মত, এখানে বিদেশী বা পথিকের জীবন যাপন করছে, তাদের "বিশ্বাস বেড়ে যায়, এবং এই বিশ্বাস হেতু তারা আনন্দ পায় (ফিলিপীয় ১ : ২৫ পদ)।

৭) পৌল কেন তখনই স্বর্গে চলে না গিয়ে এই পৃথিবীতে থাকতে ইচ্ছুক ছিলেন ?

... ...

ভবিষ্যতের আশা :

লক্ষ্য- ২ : বিশ্বাসীদের মৃত্যু, বিশ্বাসের ব্যর্থতা নয় কেন, আর আমাদের আশা কিভাবে আমাদের প্রার্থনাকে প্রভাবিত করে, তা বুঝিয়ে বলতে পারা।

"পাপ থেকে উদ্ধার পেয়ে আমরা এই আশাই পেয়েছি। আমরা যার জন্য আশা করে আছি তা যদি পাওয়া হয়ে যায়, তবে তো সেই আশা রইল না। যা পাওয়া হয়ে গেছে, তার জন্য কে আশা করে থাকে ? কিন্তু যা পাওয়া হয়নি, তার জন্য যদি আমাদের আশা থাকে তবে তার জন্য আমরা ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষাও করি" (রোমীয় ৮ : ২৪-২৫ পদ) এই পদগুলির শিখে নিলে আপনার উপকার হবে।

মনে রাখবেন, আশা আছে বলেই আমরা ধৈর্য্য ধরে স্বর্গের জন্য অপেক্ষা করতে পারি।

পৃথিবীতে থাকাকালে আমরা আমাদের "বাড়ী' বা স্বর্গ দেখতে পাইনা। আমরা কেবল আশা নিয়েই বেঁচে থাকি! এই পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে যা আমাদের উৎসাহ নষ্ট করে দেয়। কারণ পাপের ফলে সকল মানুষের উপর যে অভিশাপ নেমে এসেছে তা আমাদেরও ভোগ করতে হয়। আমরা ক্লান্ত হই। আমরা অসুস্থ্য হই। আমাদের পিপাসা পায়। ক্ষুধা পায়। তাই আমরা আর্তনাদ করি। পাপীও আর্তনাদ করে, কারণ সে আমাদের মতই কষ্ট পায়। কিন্তু আমাদের আর্তনাদ আর পাপীর আর্তনাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। পাপী আর্তনাদ করে কারণ তার কোন আশা নেই। বিশ্বাসী আর্তনাদ করলেও তার আশা আছে আমরা জানি যে একদিন এই জগত ছেড়ে আমরা স্বর্গে যাব। আশা-ই আমাদের ধৈর্য্য দেয়। পাপীর কোন আশা নেই। এই জীবনের দুঃখ কষ্টের পরে তাকে কেবল আরো বেশী দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে।

৮) অবিশ্বাসীদের আর্তনাদের সাথে বিশ্বাসীদের আর্তনাদের পার্থক্য কি?

... ...

আমাদের আরও একটি আশা আছে! আমরা খ্রীষ্টের পুনরাগমনের জন্য প্রার্থনা করি। আমাদের মৃত্যুর আগেই যদি তিনি আসেন, তাহলে জীবিত অবস্থায়ই আমরা তাঁর সংগে স্বর্গে চলে যাব। সেটা কি আনন্দের বিষয় হবে না? প্রথম খ্রীষ্টিয়ানরা এ জন্য প্রার্থনা করতেন। আমাদের এই আশা রাখা উচিত, এবং এই জন্য প্রার্থনা করা উচিত।

স্বর্গ মনগড়া কাল্পনিক বিষয় নয়

স্বর্গ যদি কেবল একটা স্বপ্ন বা আমাদের একটা মন-গড়া বিষয় হয়, তাহলে আমাদের প্রার্থনার এবং আমাদের আশার কোন অর্থ

থাকে না। স্বর্গ একটা সত্যিকার স্থান। আমাদের পিতা ঈশ্বর স্বর্গে আছেন।

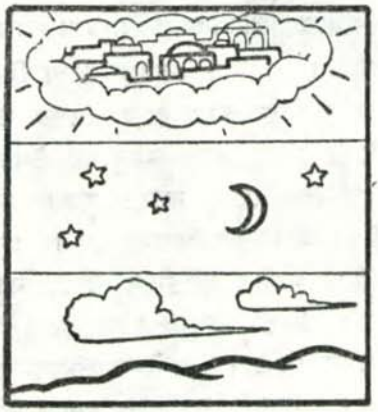

পৌল বলেছেন যে, তাকে সর্বোচ্চ স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি এখানে সেই স্বর্গের কথা বলেছেন যেখানে ঈশ্বর বাস করেন। মেঘ ও বায়ুমণ্ডলকে আমরা প্রথম স্বর্গ বলতে পারি। নক্ষত্র মণ্ডল বা তারাদের আবাসকে আমরা দ্বিতীয় স্বর্গ বলতে পারি ও ঈশ্বরের আবাসকে তৃতীয় বা সর্বোচ্চ্য স্বর্গ বলতে পারি।

পৌল বলেছেন যে সেখানে তিনি এমন সব কথা শুনেছেন "যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এবং মানুষকে তা বলতে দেওয়াও হয় না" (২ করিন্থীয় ১২ ঃ ৩ পদ)। স্বর্গের সত্যতা সম্পর্কে প্রেরিত পৌলের মনে কোনই সন্দেহ ছিল না।

তিনি নিজে তা দেখেছিলেন। তাই তিনি যে পৃথিবীতে না থেকে স্বর্গে গিয়ে খ্রীষ্টের সংগে থাকতে চেয়েছেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

৯) ২ করিন্থীয় ১২ ঃ ৪ পদ পড়ুন, তারপর বলুন, ঐ অভিজ্ঞতার পর পৌলের অবস্থা কি রকম হয়েছিল?

... ...

ইব্রিয় ১২ ঃ ১ পদে বিশ্বাসীদের চারদিকে ভিড় করে থাকা অনেক সাক্ষীদের কথা বলা হয়েছে। এই সাক্ষীরা কারা? এরা এই পৃথিবীর লোকেরা হতে পারে, আবার যে বিশ্বাসীরা আগেই স্বর্গে গিয়েছেন এবং সেখানে থেকে পৃথিবীর সমস্ত ঘটনা দেখেছেন, তারাও হতে পারে। তারা যেন ফুটবল খেলা দেখবার জন্য জমায়েত হয়েছেন। তারা এই খেলায় অংশ গ্রহণ করেন না। কিন্তু সব ঘটনা দেখবার জন্য তাদের

খুবই আগ্রহ। এ সবই সত্য। স্বর্গ আসলে একটা সত্যিকার স্থান, আর এখন সেখানে যারা আছেন, তারা পৃথিবীর সমস্ত ঘটনা দেখেন ও জানেন।

পবিত্র আত্মা নতুন বিশ্বাসীদের পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেন যে, স্বর্গ সত্যিই আছে। আদি খ্রীষ্টিয়ানেরা স্বর্গের কথা মনে রেখেই এই পৃথিবীতে জীবন যাপন করতেন। যুগের শেষে, অর্থাৎ যখন এই জগত শেষ হয়ে যাবার সময় আসবে, তখন স্বর্গে যেসব ঘটনা ঘটবে, প্রকাশিত বাক্যে আমরা তার বিবরণ পাই। এখানে বিশেষভাবে স্বর্গের সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজাদের রাজা পিতা ঈশ্বরের গৌরবের কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বরের প্রশংসা হোক। কোন একজন বিশ্বাসী যখন স্বর্গের বাস্তবতা গ্রহণ করে, বা বিশ্বাস করে তখনই তার অন্তর ঈশ্বরের উপাসনায় ও প্রশংসায় ভরে যায়।

১০) প্রতিটি সত্য উক্তি চিহ্নিত করুন :

ক) প্রত্যেকে তার জীবন যাপন দ্বারাই যার, যার, স্বর্গতৈরী করে নেয়।
খ) যেখানে ঈশ্বরের সিংহাসন স্থাপিত সেখানেই সর্ব্বোচ্চ স্বর্গ।
গ) যারা স্বর্গে আছেন তারা পৃথিবীতে কি ঘটছে না ঘটছে তা সব জানেন।
ঘ) স্বর্গের সত্যতা কেবল মাত্র বয়স্ক ও খ্রীষ্টিয় জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্ত বিশ্বাসীরাই বুঝতে পারেন।

মৃত্যু বিশ্বাসের ব্যর্থতা নয় :

বিশ্বাসীর মৃত্যুর বিষয় আমাদের কিছু বলা দরকার। আমরা যাদের ভালবাসি তাদের রোগ ব্যাধি হলে প্রার্থনা করি, যেন তারা সুস্থ্য হয়। আমরা ঠিকই করি। যীশুও রোগীদের সুস্থ্য করতেন। তিনি আজও করেন। কিন্তু অসুস্থ্য বিশ্বাসীরা সকলেই যে সুস্থ্য হন তা নয়। তাদের কেউ কেউ মারা যান। কিন্তু তাদের মৃত্যু কি বিশ্বাসের ব্যর্থতা প্রমান করে?

অনেকে আছে যারা মৃত্যুকে পরাজয় মনে করে। তারা কোন একজন রোগীর জন্য প্রার্থনা করে যেন সে সুস্থ হয়ে উঠে এবং মৃত্যুর হাত

থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু যখন তার রোগ ভাল না হয়ে সে মারা যায়, তখন তারা এমন আচরণ করে যেন, ভয়ানক কিছু একটা ঘটেছে। তারা নিজেদের দোষী মনে করে ও আরও মনে করে যে প্রার্থনা ও বিশ্বাসে তারা কোনভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু মৃত্যুতে আসলে পরাজয় নয়। বিশ্বাসীদের জন্য মৃত্যুর হুল তো নষ্ট হয়ে গেছে। তাহলে আমরা কেন নিজেদের দোষী মনে করে শুধু শুধু কষ্ট বোধ করবো? একজন বিশ্বাসীর স্বর্গে যাওয়া দুর্ভাগ্যের বিষয় হবে কেন? মৃত্যু কি বিশ্বাসের ব্যর্থতা? মোটেই না। ইব্রীয় ১১ঃ৩৯ পদে এমন কিছু লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা মারা গিয়েছিলেন এবং উদ্ধার পাননি। এই পদ বলে, "বিশ্বাসের জনই তারা সবাই প্রশংসা পেয়েছিলেন।"

১১) প্রতিটি সত্য উক্তি চিহ্নিত করুন।

ক) যীশু এখনো রোগ ভাল করেন এবং বিশ্বাসীদের মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেন।

খ) কোন একজন বিশ্বাসী যদি মারা যায় তবে বুঝতে হবে যে আমাদের বিশ্বাস ব্যর্থ হয়েছে।

গ) বিশ্বাসীর মৃত্যুকে ভয় করা উচিত না, কারণ মৃত্যুর হুল আর নেই।

ঘ) ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ে যারা উদ্ধার পাননি তারা বিশ্বাসে মারা গিয়েছিলেন।

মৃত্যু বিশ্বাসের ব্যর্থতা নয়। স্বর্গের সত্যিকার নাগরিক তা জানেন। যারা জগতকে খুব বেশী ভালবাসে তারা এটা ভুলে যায়। তাদের প্রার্থনা নিখুঁত বা সিদ্ধ নয় কারণ তারা এই জগতকে খুব বেশী ভালবাসে।

বর্তমান জগতের জন্য প্রার্থনা

লক্ষ্য—৩ঃ এই জগতের এমন কয়েকটি কাজের কথা বলতে পারা, যেগুলি আমাদের প্রার্থনার দারা প্রভাবিত করবার চেষ্টা করা উচিত।

এই জগত চিরকাল থাকবে না, এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে। এই জগতের জন্য কি আমাদের প্রার্থনা করা উচিত? আমাদের কি এর উন্নতির জন্য চেষ্টা করা উচিত। বাইবেল আমাদের নেতাদের জন্য প্রার্থনা করতে বলে। আমাদের উচিত আমাদের শাসনকর্তাদের জন্য প্রার্থনা করা। বাইবেল আমাদের শত্রুদের ভালবাসতে, এবং যারা আমাদের উপর অত্যাচার করে, তাদের জন্য প্রার্থনা করতে বলে (মথি ৫ঃ৪৪ পদ)। তাহলে উত্তরটি হোল, "হ্যাঁ, এই জগতের জন্য আমাদের প্রার্থনা করা উচিত। "আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব যেন মানুষ আরও ভালো জগতে বাস করতে পারে। এই জগতকে বসবাসের আরো উপযুক্ত করে তুলবার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে এটি আমাদের কাজেরই অংশ।

এই জগতের জন্য খুব কম চিন্তা করা

স্বর্গের নাগরিক পৃথিবীতেও একজন ভাল নাগরিক। আসলে তিনি হবেন পৃথিবীতে সবচেয়ে ভাল নাগরিক। তিনি দেশে শাসনকর্তাদের ও আইন-কানুনের বাধ্য হবেন। স্বর্গের নাগরিকদের ইচ্ছা করে আইন ভাংগা উচিত নয়। তারা কর দেবেন। নিজের ইচ্ছায় আইন ভংগ করবার জন্য যদি বিশ্বাসীকে জরিমানা দিতে হয়, তবে সেটা দেশের জন্য একটা খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে দাড়ায়। পরিত্রাণ লাভ করবার পরে কোন বিশ্বাসী যদি অপরাধের জন্য জেলে যায়, তবে জেলের অন্যান্যদের একথা বিশ্বাস করানো কঠিন হবে যে, সে ধার্ম্মিকতার বা স্বর্গ রাজ্যের একজন নাগরিক। আমরা প্রার্থনা করবো যেন ঈশ্বর আমাদের ভাল নাগরিক হতে সাহায্য করেন। কোন কোন বিশ্বাসী "স্বর্গীয়" বিষয় এত বেশী চিন্তা করেন যে, "পৃথিবীর বিষয়" তারা কোন কাজেই আসেন না। এই রকম হওয়া উচিত না। আমরা পৃথিবীর লবণ। লবণ খাদ্যের স্বাদ বাড়িয়ে দেয়। তেমনি বিশ্বাসীরা পৃথিবীকে সুন্দর, আরো ভাল করে তোলেন। বিশ্বাসীরা জগতে আছেন বলে জগত আশীর্বাদের ভাগী হয়। তাদের উপস্থিতি শান্তি এবং আনন্দ বয়ে আনে। তাদের প্রার্থনা শাসনকর্তাদের সাহায্য করে। তাদের ধার্মিকতা জাতিকে উন্নত করে।

১২) একজন স্বর্গের নাগরিক এই পৃথিবীতে সবচেয়ে ভাল নাগরিক কেন, তিনটি কারণ দেখান।

... ...

... ...

এই জগতের জন্য খুব বেশী চিন্তা করা ঃ

এমনও হতে পারে যে আমরা জগতের ব্যপারে এতই ব্যস্ত থাকতে পারি, যার ফলে ঈশ্বর কেন আমাদের এখানে রেখেছেন তা একেবারে ভুলে যাই। আমরা পৃথিবীর লবণ। কিন্তু এই লবণত্ব হোল, যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে আমাদের জ্ঞান, এবং খ্রীষ্টের সাহায্যে যে পবিত্র জীবন যাপন করি সেই জীবন। আমরা যে এই জগতে বিদেশী ও পথিক, এই সত্যটি মেনে না নিলে, আমরা পৃথিবীর লবণ হতে পারি না জগতের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা কি, তা যদি ঠিকভাবে বুঝিয়ে দিতে পারি, কেবল তাহলেই আমরা এই জগতকে সাহায্য করতে পারি। তাই, প্রভু আমাদের যে কাজ দিয়েছেন, জগতের বিষয়গুলি যেন আমাদের সেই কাজ থেকে দুরে না নিয়ে যায়, সেই চেষ্টা করব।

১৩) বিশ্বাসীর "লবণত্ব" কি ?

... ...

আমরা দুটি বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করবো যেন জগতের বিষয়গুলির জন্য আমাদের ভালবাসা না জন্মে ; "তোমরা জগত এবং জগতের কোনকিছু ভালবেসো না। যদি কেউ জগতকে ভলবাসে তবে সে পিতাকে ভালবাসে না।" (১ যোহন ২ ঃ ১৫ পদ), জগতের অবস্থা যাতে ভাল হয় ও আমরা যেন জগতে ভাল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি। এটাই হবে আমাদের প্রার্থনার প্রথম বিষয়।

প্রার্থনার দ্বিতীয় বিষয়টি হোল, ঈশ্বর আমাদের যে কাজ দিয়েছেন, তা যেন আমরা ঠিকভাবে করতে পারি। "যতদিন আমি জগতে আছি, আমিই জগতের আলো" (১ যোহন ২ঃ১৫ পদ),। প্রভু

যীশু যখন এই পৃথিবীতে ছিলেন তখন তিনি এই কথাগুলি বলেছিলেন। তিনিই আদর্শ। তিনি সব সময় ভাল কাজ করে বেড়াতেন। আমাদেরও উচিত সব সময় ভাল কাজ করা। তিনি রোগীদের জন্য প্রার্থনা করতেন। আমরা ও রোগীদের জন্য প্রার্থনা করবো।

তোমরা জগতের আলো

তিনি ভুত ছাড়াতেন। আমরাও ভুত ছাড়াবো। তিনি স্বর্গ রাজ্যের সুখবর প্রচার করেছেন। আমরাও স্বর্গ রাজ্যের সুখবর প্রচার করবো। তিনি যখন জগতে ছিলেন তখন তিনি ছিলেন জগতের আলো। যীশুও আমাদের বিষয়ে এই রকম কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা জগতের আলো" (মথি ৫ : ১৪ পদ)। তিনি আরো বলেছেন, "তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার শিষ্য কর" (মথি ২৮ : ১৯ পদ)।

১৪) প্রতিটি সত্য উক্তি চিহ্নিত করুন।

বিশ্বাসীদের প্রার্থনা করা উচিত যেন-

ক) তাদের প্রিয়জন নেতা নির্বাচনে জয়ী হন।

খ) পৃথিবীর বিষয়গুলির জন্য তাদের ভালবাসা না জন্মে।

গ) প্রতিবেশীদের যে সব জিনিষ আছে তারা ও সেগুলি পায়।

ঘ) ঈশ্বর তাদের যে কাজ দিয়েছেন তা ঠিক মত করতে পারেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমরা এখানে বিদেশী হলেও আমাদের একটি

বড় কাজ আছে। এজন্য আমাদের দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হতে পারে, কিন্তু যীশুও তো এ জন্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। প্রভু যীশু যখন ক্রুশের উপর মরলেন, তখন পৃথিবীতে তাঁর কাজের বিষয় তিনি বলেছেন, "শেষ হয়েছে"। এরপর তিনি স্বর্গে গেলেন, অর্থাৎ তিনি তাঁর বাড়ীতে গেলেন। আমাদের একটা কাজ আছে, তা শেষ করতে হবে। সেই কাজ করা হলে আমরাও যীশুর মত আনন্দ করতে পারি। তখন আমরা বলতে পারি, "শেষ হয়েছে"। তখন আমরাও যীশুর মত বাড়ীতে যেতে পারি। আমরা সবাই যেদিন স্বর্গে যাবো সেদিনটি কত না আনন্দের দিন হবে।

পরীক্ষা—৩

সংক্ষেপে লিখুন। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিন।

১) একজন ঈশ্বরের সন্তান কোন্ দেশের নাগরিক, তা বুঝাবার জন্য যে তিনটি বিষয় আছে সেগুলি উল্লেখ করুন।

... ...

২) বিশ্বাসীদের ধন সম্পত্তি কোথায়?

... ...

৩) স্বর্গ সত্যই আছে এই বিশ্বাস, কিভাবে অব্রাহাম ও মোশীর প্রার্থনার জীবনকে প্রভাবিত করেছিল? ... ...

... ...

... ...

৪) পাপের ফলে সব মানুষের উপর যে অভিশাপ নেমে এসেছে, বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীর মধ্যে তার প্রভাবে পার্থক্য কি?... ... ...

... ...

৫) আমরা পৃথিবীর লবণ, একথার দ্বারা যীশু কি বুঝিয়েছেন?

... ...

৬) এই পৃথিবীতে থাকাকালে একজন স্বর্গের নাগরিককে কোন দুটি বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করতে হবে?... ... ...

... ...

... ...

৭) সত্য-মিথ্যা। প্রতিটি সত্য উক্তি চিহ্নিত করুন।

ক) খ্রীষ্টিয়ানের মৃত্যু হবে না।

খ) কোন একজন বিশ্বাসীর মৃত্যু, বিশ্বাসের ব্যর্থতা প্রমান করে।

গ) বিশ্বাসীর জন্য মৃত্যুর হুল দূর করা হয়েছে।

ঘ) খ্রীষ্টের ফিরে আসার সময় যারা জীবিত থাকবে, তাদের মৃত্যু হবে না।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলির উত্তর ঃ

১। ক) মিথ্যা
খ) সত্য
গ) সত্য

২। শক্তির, ধৈর্য্য, বিশ্বস্ততা, এবং শত্রুকে ক্ষমা করবার মত ভালবাসার জন্য।

৩। খ) তার কথা এবং ব্যবহার দ্বারা।

৪। সেখানে ঘৃণা এবং হিংসা থাকবেনা। সেখানে থাকবে গান, প্রার্থনা, উপাসনা, আর তা হবে শান্তিপূর্ণ ও সুখী পরিবার।

৫। কারণ তিনি আসলে স্বর্গের নাগরিক। তিনি এখানে, এই পৃথিবীতে কেবল মাত্র অল্প কিছু সময়ের জন্য এসেছেন।

৬। তাঁরা দু'জনেই ঈশ্বরের ইচ্ছা সাধন করতে চেয়েছেন।

৭। যেন যে বিশ্বাসীরা এই পৃথিবীতে আছেন, তারা বিশ্বাসে বেড়ে ওঠেন এবং এই বিশ্বাসের জন্য আনন্দ করতে পারেন।

৮। বিশ্বাসীদের আর্তনাদের সাথে আশা থাকে, কিন্তু অবিশ্বাসীদের আর্তনাদের সাথে কোন আশা থাকে না।

৯। তিনি যা দেখেছেন তা কথায় প্রকাশ করতে পারেন নি।

১০। ক) মিথ্যা
খ) সত্য
গ) সত্য
ঘ) মিথ্যা

১১। ক) সত্য
খ) মিথ্যা
গ) সত্য
ঘ) সত্য

১২। তিনি নেতাদের সম্মান করেন, তিনি আইন-কানুন মেনে চলেন, তিনি ঠিক্ মত কর দেন।

১৩। যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে আমাদের জ্ঞান, এবং খ্রীষ্টের সাহায্যে যে পবিত্র জীবন যাপন করি সেই জীবন।

১৪। ক) মিথ্যা
খ) সত্য
গ) মিথ্যা
ঘ) সত্য